কালের কণ্ঠ

তারিখ 31 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

সাড়ে পাঁচ হাজার খাতা উধাও!

বিপাকে প্রাথমিক সমাপনীর ফল মূল্যায়নপ্রত্যাশীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া ▷

বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সাড়ে পাঁচ হাজার খাতা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। এত দিন খাতাগুলো উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার হেফাজতে ছিল। এ ঘটনায় ফল পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদনকারী শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়িত ফল প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বগুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার হেফাজতে থাকা সাড়ে ৫ হাজার খাতা উধাও হওয়ার ঘটনাটি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে গত ১৯ জানুয়ারি। প্রথমে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এর মধ্যে ফল পুনর্মূল্যায়ন আবেদনের বেশ কিছু খাতা রয়েছে। যে কারণে গত ২৪ জানুয়ারি ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী-২০১৫ পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর খাতাগুলো বস্তায় ভরে শিবগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গোডাউনে রাখা হয়। ওই গোডাউনে তালা দিয়ে একটি চাবি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান এবং অন্য চাবিটি উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আবু রায়হানের কাছে রাখা ছিল।

সূত্র মতে, ৩১ ডিসেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ঘোষিত ফল অনুযায়ী যারা আশানুরূপ ফল করেনি তাদের খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করতে ২০০ টাকা ফি জমা সাপেক্ষে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে এক হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়ে। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে আবেদনকারীদের খাতাগুলো জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠানোর শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ২১ জানুয়ারি পুনর্মূল্যায়নের ফল ঢাকায় পাঠানোর শেষ তারিখ ছিল। বিভিন্ন উপজেলা থেকে খাতা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠানো হলেও শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাদের শতাধিক খাতা পাঠাতে ব্যর্থ হন। আর এ সময়ই খাতা উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানতে পারেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান জানান, কিভাবে খাতা হারালো তা তিনি বলতে পারছেন না। বিষয়টি পরে জেনেছেন। এ ঘটনায় তিনি শিবগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

বগুড়া

সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার সাহা জানান, তাঁরা তদন্ত করে জানতে পারেন, শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে শিবগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গোডাউনে ২৮টি বস্তায় ভরে ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার খাতা রাখা হয়। সেখান থেকে তিনটি বস্তা উধাও হয়ে যায়। উধাও হওয়া তিনটি বস্তায় সাড়ে ৫ হাজার খাতা ছিল। তদন্তে জানা গেছে, গোডাউনের তালা অরক্ষিত ছিল। বিষয়টি রহস্যজনক।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসেন আলী জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার সাহাকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য দুই সদস্য হচ্ছেন শেরপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল কাউয়ুম ও কাহালু উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সারোয়ার হোসেন।

দুই নেতা গ্রেপ্তার : বগুড়ায় নাশকতার মামলায় বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন, ধুনট ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি কবির হোসেন ও শেরপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি জাহিদুর রহমান ময়দান। শনিবার বিকেলে আলাদা অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে শনিবার সকালে অভিযান চালিয়ে ইউপি সদস্যসহ তিন মাদকসেবীকে গ্রেপ্তার করেছে শাজাহানপুর থানার পুলিশ। তাঁরা হলেন খরনা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোতালেব হোসেন, নায়েব আলী ও রুহুল আমিন। তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।